প্যারাডাইস প্রোডাকসন্স-এর

হারানো প্রেম

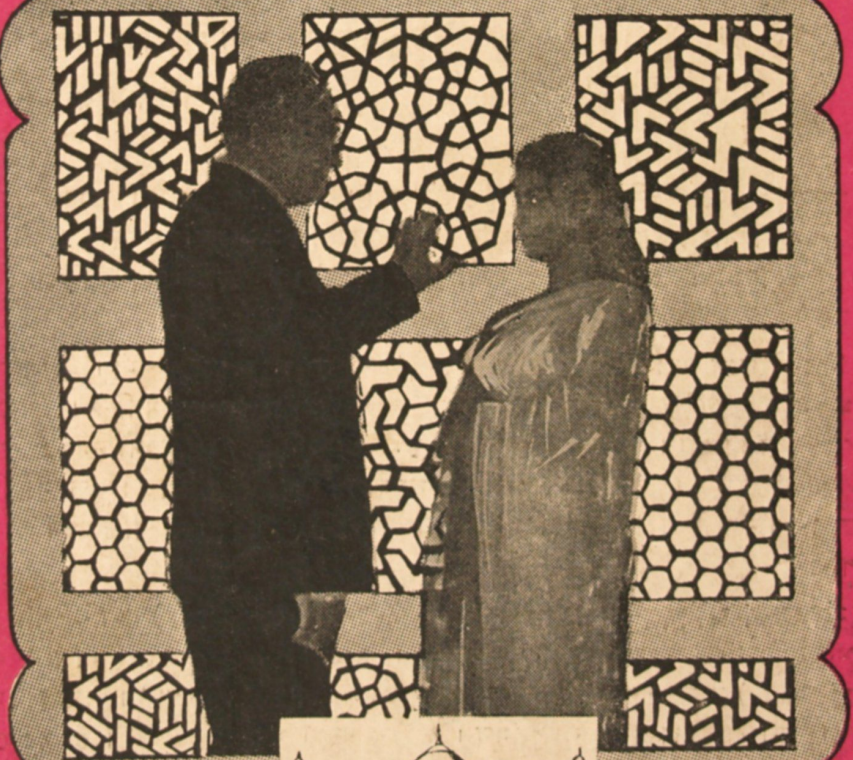

প্যারাডাইস প্রোডাকসন্‌-এর

হারানো প্রেম

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :—অসীম ব্যানার্জী

সঙ্গীত :—রবীন চ্যাটার্জী

কাহিনী : শ্রীপ্রহ্লাদ

চলচ্চিত্রায়ণ : ননী দাস

শব্দানুলেখন : বাণী দত্ত

সম্পাদনা : তরুণ দত্ত

শিল্প-নির্দ্দেশনা : গৌর পোদ্দার

সঙ্গীত গ্রহণ ও
শব্দপুনর্যোজনা : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়

প্রচার-পরিকল্পনা : রঞ্জিত কুমার মিত্র

প্রচারে : পিণ্টু দত্ত

অপটিক্যাল প্রিন্টিং : সিনেট্রিক্স এণ্ড
এফেক্ট্‌স্ (বোম্বে)

গীত রচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার

ব্যবস্থাপনায় : বকুল বিহারী মজুমদার

পট শিল্পে : কবি দাশগুপ্ত

রূপসজ্জা : বসির আমেদ

নেপথ্য কণ্ঠে : প্রতিমা বন্দোপাধ্যায়
সতীনাথ মুখোপাধ্যায়

স্থির-চিত্র : এড্‌না লরেঞ্জ

পরিচয়-লিপি : নারায়ণ দেবনাথ

সঙ্গীত গ্রহণ : ইণ্ডিয়া ফিল্ম
ল্যাবরেটরীজ

সহকারী-বৃন্দ—পরিচালনায় : জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য। সত্যেন গাঙ্গুলী। রাজকুমার রায় চৌধুরী। সম্পাদনায় : তাপস মুখোপাধ্যায়। চলচ্চিত্রায়ণে : কৃষ্ণ ধর। জগদীশ ডুবে। কেষ্ট মণ্ডল। শব্দানুলেখনে : হৃষিকেশ ব্যানার্জী (অন্তঃ দৃশ্য)। ভয়েস অফ ইণ্ডিয়া ফিল্মস্ (বহিঃ দৃশ্য)

শিল্প-নির্দ্দেশে : রাম বিলাস ভট্টাচার্য্য। রূপসজ্জা : মুন্সী রাম শর্মা। সাজসজ্জা : বৈজুরাম শর্মা। পটশিল্পে : প্রবোধ ভট্টাচার্য্য। ব্যবস্থাপনা : বেচু প্রামানিক। আলোক সম্পাতে : হরেন গাঙ্গুলী। সুধীর সরকার। দুখীরাম অধিকারী। অবনী নস্কর। সুদর্শন দাস। অভিমন্যু দাস। সন্তোষ সরকার। মারু দাস। রামধনী ঘটোয়াল। তুলসী মিত্র। দৃশ্য সজ্জা : সুধীন অধিকারী। সতীশ মুখার্জী। গোপীনাথ বৈদ্য। শান্তি রঞ্জন দাস ও যতীন পণ্ডিত।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার—দুলালী চৌধুরী। শৈলেন দত্ত (আগ্রা) আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া। রমেশ চন্দ্র শর্মা (আগ্রা)। এজাজউদ্দিন কুরেশী (আগ্রা) লরিস হোটেল (আগ্রা) বেঙ্গল লজ হোটেল (আগ্রা) জগগী হোটেল (আগ্রা)। সুবোধ দাস। মোহন লাল জ্ঞানোরিওয়ালা। অজয় মিত্র। কার্তিক বসু। অজিত চক্রবর্তী। সুখময় সেন। এশিয়ান ডেকরেটর্স। সমর সিনহা। রোটাস এণ্ড কুলম্যান।

ক্যালকাটা মুভীটোন ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত এবং পি, আর, প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিঃ এর তত্বাবধানে ফিল্ম সার্ভিসেস-এ পরিস্ফুটিত।

কাহিনী

ঢং ঢং ঢং.....গীর্জার ঘড়িতে রাত দশটা বাজে।

আগ্রার লরিস হোটেলের বাইশ নম্বর ঘরের দরজার কড়া নড়ে ওঠে। ঘুম ভেঙে যায় তরুণের। দীর্ঘ পথ গাড়ি চালিয়ে আজই সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে সে এসে উঠেছে এই হোটেলে।

দরজা খুলে বাইরে আসতেই দেখে সামনে দাঁড়িয়ে এক সুদর্শনা, তন্বী যুবতী। এক আত্মীয়ের অসুখের খবর নিয়ে ডাক্তার তরুণকে সে ডাকতে এসেছে। কল্যাণীর দেওয়া ঠিকানা নিয়ে একাই বেরিয়ে পড়ে শীতের কুয়াশা-ঢাকা আগ্রার রাস্তায়। সুকান্ত মুখার্জীর বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধে হয় না তরুণের। শুশ্রূষা করে সারিয়ে তোলে সুকান্তকে।

ঢং ঢং ঢং.....পরদিন রাত দশটা। আবার কল্যাণী আসে লরিসে। গত রাত্রের উপকারের জন্যে তরুণকে ধন্যবাদ জানাতে ভোলে না। কথায় কথায় দু-জনে সামান্য ঘনিষ্ট হয় সেদিন।

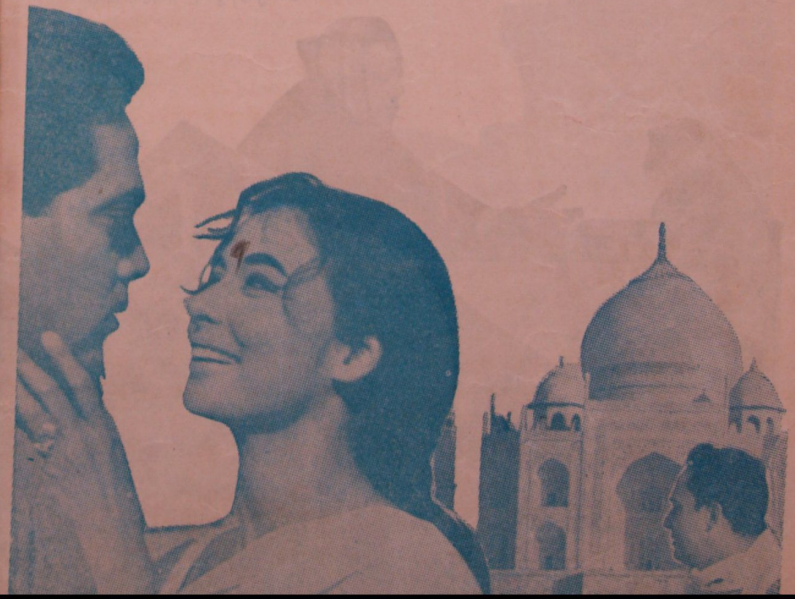

পরদিন কল্যাণীর আমন্ত্রণে তরুণ আসে রাতের তাজমহল দেখতে। বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে তরুণ শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে প্রেমের এই অক্ষয় স্মৃতি-সৌধের দিকে। সে যেন ফিরে গেছে কত শত বছর আগে····সেই মোঘল সম্রাট শাজাহানের যুগে! দূর এগিয়ে এল কাছে····মূক হল মুখর····রাতের তাজ আজ নিঃশব্দে তরুণ-কল্যাণীর মন একই গ্রন্থিতে বেঁধে দিল।

দিন গড়িয়ে যেতে থাকে। আগ্রার আকাশ-বাতাস তরুণের মনে বুঝি ইন্দ্রধনুর রঙ ছড়িয়েছে। মাঝে মাঝে সে সুকান্তদের বাড়ি যায়, তার মা'র সঙ্গে গল্পগুজব করে। কিন্তু অদ্ভুত এই সুকান্ত! চালচলন, কথাবার্তা কেমন যেন অগোছাল। তরুণ সুকান্তকে ঠিক বুঝতে পারে না, তবু ভাল লাগে তাকে····ভাল লাগে লরিসের বোর্ডার ব্যারিষ্টার রনধীর রায়ের জীবন-দর্শন····ফেলুর ছেলেমানুষী····ভাল লাগে সেকেন্দ্রা, তাজমহল···· আর সবচেয়ে ভাল লাগে কল্যাণীকে। তবু ছন্দের মধ্যে আসে যতি। থেকে থেকে মনে পড়ে বীথির কথা। বীথি—তার কলকাতার বান্ধবী। যাকে সে না জানিয়ে আগ্রায় চলে এসেছে। অবচেতন মন বলে—চলে নয়, পালিয়ে।

কল্যাণীর কথা মত সেদিন রাত্রে তরুণের গাড়ি এসে দাঁড়ায় নির্জন ফতেপুর সিক্রিতে। সেই রাতেই কল্যাণী সরাসরি তরুণকে প্রস্তাব করে। কি সে প্রস্তাব?

পরদিন সন্ধ্যায় শেষবারের মত তরুণ আসে সুকান্তদের বাড়ি, তার মা'র সঙ্গে দেখা করতে। সুকান্তের ঘরে ঢুকেই চমকে ওঠে টেবিলের উপর রাখা কল্যাণীর ছবি দেখে। সুকান্তের মা-ও কম অবাক হন না তরুণের মুখে কল্যাণীর নাম শুনে। কিছু না বলে তিনি শুধু সুকান্তের একটি ডায়েরী দিয়ে যান তরুণের হাতে। ডায়েরী পড়ে অবাক হয়ে যায় তরুণ। শেষটুকু লেখা নেই। তরুণ ছুটে যায় পাশের ঘরে সুকান্তের কাছে। জানতে চায় শেষটুকু। সুকান্ত যা বলে ডাক্তারের বস্তুবাদী মন তা মেনে নেয় না।

—সুকান্ত যা বললে সব কি সত্যি? কিন্তু কে সত্যি? কাহিনী না কল্যাণী? ? ?

(১)

ঘুম ঘুম নিঃঝুম নীরবতা।
(আমি) কান পেতে শুনি চুপি চুপি কার কথা
সে কথা যে তোমার আমার ॥
কখনো বা আনমনা,
কখনো বা কিছু শোনা,
সে যে গান,
সেই গান তোমার আমার ॥
নীরব ধ্যানের মাঝে
এই রাত জেগে থাক,
এই যে পরম তিথি
অনন্তে মিশে যাক।
বেশ কিছু হল জানা,
কে যেন মানে না মানা,
সে যে মন,
সেই মন তোমার আমার ॥

(২)

নিবিড় আঁধারে মুছে আছ তুমি
খুঁজে তাই নাহি পাই,
বাতাসে বাতাসে চরণের ধ্বনি শুনে
দ্বারে গিয়ে দেখি
তুমি নাই কিছু নাই ॥
দিন আসে আর ফুরায় যে শুধু দিন,
জানি না কী ভেবে তুমি আজ উদাসীন।
ধূপের মতন প্রেমের গন্ধ ছড়ায়ে
নীরব দহনে শুধু আমি জ্বলে যাই ॥
তবু বলে মন
তুমি হারাবার নয়,
(তাই) তোমার আসার পথপানে চেয়ে
আঁখি মোর জেগে রয়।
সব কিছু আজ হল যেন অবসান,
যে ব্যথা দিয়েছ সে যেন তোমার দান।
আঘাতে আঘাতে ভেঙেছ যে বাঁশি মোর
সুরে সুরে তারে তবুও ভরিতে চাই ॥

(৩)

(আমি) কুহেলী না স্বপ্ন
পার নি কি জানিতে,
চোখে দেখে মনে তবু
চাও না কি মানিতে,
কে আমি ?
কিছু মোর হেঁয়ালী,
কিছু যেন খেয়ালী,
বোঝ না কি কেন ওগো
চাই কাছে টানিতে,
বল তো কে আমি ?
সবি মোর আছে জানি
তবু যেন কি যে নাই,
এত কাছে থেকে আমি
দূরে সরে থাকি তাই।
আঁধারের মায়াতে,
মিশে আছি ছায়াতে,
আলোতে যে আপনারে
পারি না গো আনিতে,
বল তো কে আমি ?

(৪)

ফুলের হাসিতে আর অলির বাঁশিতে
আমার ফাগুন কত রঙে ভরানো।
ব্যাকুল মরমে মোর মধুর শরমে
এ কোন আবেশ আজ জড়ানো ॥
পাখী আজ কোন সুর দিল যে,
আকাশে এ মন কেড়ে নিল যে।
যাই তো হারিয়ে আজ সীমানা ছাড়িয়ে
রামধনু রঙ যেথা ছড়ানো ॥
এই হাসি এই গান
এই এত আলো,
এই তো প্রথম
লাগে যে ভালো।
জানি না তো কোন্ সেই মায়াতে,
স্বপ্ন যে জাগে আঁখি ছায়াতে।
আমারে ভুলায়ে আজ দিল কে দুলায়ে
প্রাণে মোর এ কী সুর ছড়ানো ॥

—:(*):—

ভূমিকায় :

সুপ্রিয়া ॥ নির্মল ॥ বিকাশ ॥ ছায়াদেবী ॥ অসীম ভট্টাচার্য্য সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ সুমিতা সান্যাল ॥

শিশির বটব্যাল ॥ বিমল ব্যানার্জী ॥ সুশীল চক্রবর্ত্তী ॥ শকুন্তলা ভড় ॥ জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য ॥ সত্যেন গাঙ্গুলী ॥ গৌর ভট্টাচার্য্য ॥ মানস রঞ্জন ঘোষ ॥ কেষ্ট দাশগুপ্ত ॥ বিমান চৌধুরী ॥ নির্মল ভট্টাচার্য্য ॥ বিষ্টু দাশগুপ্ত ॥ অনিল মণ্ডল ॥ হাসি মজুমদার ও পরাণ চক্রবর্ত্তী।

বিশ্ব-পরিবেশনা : **চিত্রস্থান**
কলিকাতা-মালঞ্চ চিত্রম্

দেবীকা চিত্র মন্দির নিবেদিত

ব্রজেন দের চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী ঐতিহাসিক নাটক

সোনাই দীঘি

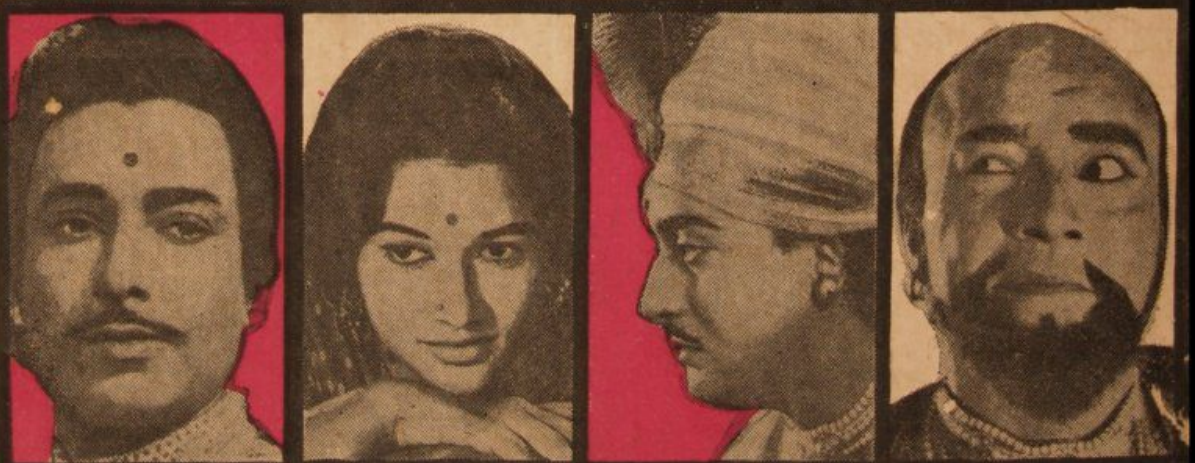

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা - অসীম ব্যানার্জী

শ্রেষ্ঠাংশে - নির্মল কুমার · দিলীপ রায় · অনুভা গুপ্তা · দিলীপ চ্যাটার্জী · সত্য বন্দ্যো: ও অঞ্জনা ভৌমিক